অডিটে উঠে আসা অনিয়ম মেটাতে গণশুনানি

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর— ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে অনিয়ম রুখতে ও স্বচ্ছতা আনতে সোস্যাল অডিট করার পাইলট প্রকল্প নেওয়া হয়েছে জেলাতে। জেলার ফালাকাটা ব্লকের গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েত, রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং নাগরাকাটা ব্লকের শুক্কাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ইতিমধ্যেই সোস্যাল অডিটের কাজ শেষ করেছে এনআরইজিএ সেল। পরবর্তী পর্যায়ে জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের কামাখ্যাগুড়ি-২ এবং আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের চোপড়ের পার গ্রাম পঞ্চায়েতে ১০০ দিনের কাজ নিয়ে সোস্যাল অডিট করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সোস্যাল অডিটের মাধ্যমে যে সকল অনিয়ম ও অভিযোগ উঠে এসেছে তা মেটানোর জন্য গণশুনানির আয়োজন করা হচ্ছে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতেই। জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প অর্থাৎ ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে স্বচ্ছতা আনতে নিজস্ব ওয়েবসাইটও চালু করেছে জেলা এনআরইজিএ সেল। কোনও অভিযোগ জমা পড়লে সোস্যাল অডিট টিম তৎক্ষনাৎ সেই এলাকায় গিয়ে অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিচ্ছে। পাশাপাশি তা তুলে ধরা হচ্ছে ওয়েবসাইটেও।

জেলা এনআরইজিএ সেল সূত্রে জানা গিয়েছে, সোস্যাল অডিট করার জন্য ফিল্ড সার্ভের কাছে পাঁচ জন যুবককে নিয়ে একটি টিম গঠন করা হয়েছে। তবে এই টিমের সদস্যরা যে গ্রাম পঞ্চায়েতে সোস্যাল অডিট করা হবে সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হতে পারবে না। সুনির্দিষ্টভাবে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে সমস্যাও অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখতেই এই উদ্যোগ। এই টিম এলাকা ঘুরে প্রকল্পের কাজগুলো সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি গিয়েও সার্ভের কাজ করছে। সমীক্ষার যে ত্রুটি, অভিযোগগুলো উঠে আসছে তা উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়ে মেটানোর জন্য নির্দিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত বসছে গণশুনানির আসর। গণশুনানিতে গ্রামবাসীরা ছাড়াও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, প্রশাসনের কর্তা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবে। উপস্থিত থাকবে সোস্যাল অডিট টিমের সদস্যরাও। ১৫ দিনের মধ্যে গণশুনানি করে নির্দিষ্ট সমস্যা ও অভিযোগ মেটানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে এনআরইজিএ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

সম্প্রতি জেলার ফালাকাটা ব্লকের গুয়াবরনগর গ্রামপঞ্চায়েত, রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও নাগরাকাটার শুক্কাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে সোস্যাল অডিটে বেশ কিছু অভিযোগ ও ত্রুটি ধরা পড়ে। গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১০০ দিনের কাজে জবকার্ড পূরণের জন্য কী কী নথিপত্র লাগবে তা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব রয়েছে গ্রামবাসীদের বলে অভিযোগ ওঠে। এছাড়া বহু জবকার্ডে জবকার্ড গ্রহিতার ছবি নেই বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়। একই নম্বরে দুটি জবকার্ড রয়েছে এমন অভিযোগও রয়েছে। গণশুনানির সময় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যাগুলো দ্রুত মিটিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। শুক্লাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে মানেজা খাতুন নামে এক মহিলা ৫০ টাকা মজুরি কম পেয়েছে বলে অডিটে ধরা পড়ায় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে দ্রুত এই টাকা মিটিয়ে দিতে বলা হয়।

জেলা এনআরইজিএ সেলের নোডাল অফিসার সমিরণ মণ্ডল বলেন, পাইলট প্রকল্প হিসেবে জেলাতে এই সোস্যাল অডিটের কাজ শুরু হয়েছে। তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই কাজ শেষ হয়েছে সফলভাবে। শীঘ্রই আরও দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই কাজ হবে। ১০০ দিনের কাজে স্বচ্ছতা আনতেই এই উদ্যোগ। সোস্যাল অডিটের পর গণশুনানি করে ত্রুটিগুলো মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া আমাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটেও বিস্তারিত তথ্য থাকছে।

PRATYAHIK KHABAR, 19th Sept. 2012